ইন্টেলেকচুয়ালের মুখোমুখি

দেবাশিস সেনগুপ্ত

একটা টিভি চ্যানেলের মহিলা সাংবাদিক সাহানা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বুধাদিত্য চ্যাটার্জির বাড়িতে এসেছেন সাক্ষাৎকার নিতে। বুধাদিত্য সম্প্রতি বাণিজ্য সংস্থা গণপতি গ্রুপের দেওয়া বুদ্ধিজীবী শিরোমণি পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার পাওয়াটাই সাক্ষাৎকার নিতে আসার প্রধান কারণ। সাক্ষাৎকারের সংলাপই নাটক। প্রথমে সাংবাদিক মেয়েটি তার ইউনিটের লোকদের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার পর্ব।

চরিত্র — অরিত্র (ক্যামেরা ম্যান), সাহানা (সাংবাদিক) বুধাদিত্য চ্যাটার্জী (বুদ্ধিজীবী)

একটা গাড়ি থামার আওয়াজ।

অ — ওই এসে গেছে মনে হচ্ছে।

(কলিং বেলের সুন্দর আওয়াজ)

অ — পিন্টু দরজাটা খোল। সাহানাদি এসে গেছে।

(দরজা খোলার আওয়াজ)

সা — একটু দেরি হয়ে গেল রে। ঢাকুরিয়া ব্রিজে উঠছি মোবাইলে বাসু সাহেব ডাকলেন। আবার অফিস হয়ে এলাম।

অ — আমিও ভাবছিলাম কিছু একটা হয়েছে। তোমার তো দেরি হয় না।

সা — কী ড্রয়ইং ম দেখেছিস। বলেছিলাম না। আমার গোটা ফ্ল্যাটটাই এত বড় নয়। আর হবে নাই বা কেন বুধাদিত্য চ্যাটার্জির মত ডাক সাইটে মানুষের বাড়ি। আমরা এসে গেছি খবরটা ওঁর কাছে পৌছেছে তো!

অ — হ্যাঁ। এরকম হল হলে কম্পোজিশনের খুব সুবিধে। ক্যামেরাকে ইচ্ছেমত ঘোরাতে পারব।

সা — অরিত্র একটা জিনিস খালি খেয়াল রাখিস যে বুদ্ধিজীবী শিরোমণি অ্যাওয়ার্ডের গণেশ মুর্তিটা যেন সব সময়ে স্ক্রিনে থাকে। আর অন্তত বার তিনেক মূর্তির নিচে গণপতি গ্রুপ লেখা লাইনটা যেন পড়া যায়।

অ — অ্যাওয়ার্ডটা কোথায় রাখতে চাও।

সা — বুধাদিত্যদা যে সোফাটায় বসেছেন সেই সোফার পাশে, ওই ছোটো টেবিলটায় রাখলে অসুবিধে হবে।

অ — না। তবে কম্পোজিশনটা একটু যেন কেমন লাগবে। আর আলোটাও.....

সা — প্লিজ কিছু একটা করে ম্যানেজ করে নে। গণপতি গ্রুপের পাবলিশিটি ম্যানেজার জিজা চাউধ্রি এই প্রোগ্রামটা স্পনসর করার ব্যাপারে বাসু সাহেবকে এটা কিন্তু বার বার বলে দিয়েছে।

অ — এই এক হয়েছে। এবার দেখবে স্পনসর বলে দেবে ডায়লগ কি হবে ক্যামেরা কোথায় বসবে।

সা — মাথা গরম করিস না। বুঝতেই তো পারছিস যে গ্রুপ আওয়ার্ড দিচ্ছে তারাই আবার যাকে আওয়ার্ড দিয়েছে তার ইন্টারভিউর প্রোগ্রাম স্পনসর করছে। শুধু শুধু করছে?

অ — এই ছক বাজিটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারি না। একেক সময়ে কী মনে হয় জান...

সা — অত মনে হওয়ার দরকারটাই বা কী? যেমন গাইড লাইন দেবে কাজ করে ক্যাসেট জমা দিয়ে দিবি। ফুরিয়ে গেল। আমি এর বাইরে একটুও বেশি ভাবি না।

অ — সব কিছু অত সহজে ফুরিয়ে ফেলা যায় না। যাকগে বলো কি করতে হবে।

সা — একটা কাজও করতে পারিস ইন্টারভিউ রেকর্ডিংটা হয়ে গেলে আওয়ার্ডের গণেশ মূর্তিটার কয়েকটা ক্লোজ শট্ নিয়ে নিবি। এডিটিঙে ম্যানেজ করে নেবো। বাচ্চু তোর সাউন্ড রেডি তো? পিন্টু এবার বুধাদিত্যদাকে আসতে বল।

বু — বাববা এতো বিরাট আয়োজন। সামান্য একটা ইন্টারভিউ প্রোগ্রামের জন্য এত সাজগোজ। দেখবে কজন?

সা — কী বলছেন আপনার মত একজন বিশিষ্ট মানুষ নিজের কথা বলবেন আর লোকে দেখবে না। একেবারে প্রাইম টাইমের অনুষ্ঠান। তা ছাড়া কাল থেকেই চ্যানেলের খবর সিনেমার মাঝখানে ক্লিপিংস দেখানো শু হচ্ছে।

বু — কোয়েশ্চেনইয়ারটা দিন কয়েক আগে পেলে ভাল হত। একটু রিহার্স করে নিতাম।

সা — কিচ্ছু লাগবে না। কথা বলতে বলতেই কথা কথা তৈরি হবে।

পিন্টু ল্যাপেলটা বুধাদিত্যদার পাঞ্জাবিতে আটকে দাও। অরিত্র তোর হোয়াইট ব্যালেন্স হয়ে গেছে।

বুধাদিত্যদা আপনি একটু কিছু বলুন সাউন্ডটা টেস্ট করেনি।

বু — আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন। আর কিছু বলতে হবে।

সা — না না এতেই হবে। অরিত্র সব ঠিক আছে তো?

অ — অন স্পিন পুরো ব্যাপারটা যেমন আসবে সেই ভাবেই শু করবো তো? প্রথমে ক্যামেরা তোমার মুখের ওপর তারপর বুধাদিত্যদার দিকে তাকিয়ে যখন প্রশ্নটা

করছো ক্যামেরা আওয়ার্ড শুদ্ধ ওঁকে ধরে নেবে।
চল যাই তাহলে-
সা – সাইলেন্স। রোল। একশন।
বিশিষ্ট মাল্টিন্যাশনাল গণপতি গ্রুপ প্রথম বুদ্ধিজীবী শিরোমণি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন শ্রী বুধাদিত্য চ্যাটার্জিকে। ইন্টেলেকচুয়ালের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে তিনি আমাদের অতিথি। সামান্য সময়ে ওঁর মত মানুষের কথা প্রায় কিছুই জানা হবে না। তাই এই অতি পরিচিত মানুষটির সবিশেষ পরিচিতি দিতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট না করে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাই।
বুধাদিত্যদা এই বুদ্ধিজীবী শিরোমণি পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি কী।
বু – অনুভূতি আর বিশেষ কি হবে। যে কোনও পুরস্কার পেলে ভালো লাগেছ। পুরস্কার তো আমি দেশে বা দেশের বাইরে আগেও অনেক পেয়েছি। তবে একটা কথা বলব যে গণপতি গ্রুপ অফ ইন্ডাসট্রিসের মত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আমাকেই প্রথম বুদ্ধিজীবী শিরোমণি পুরস্কার দিয়ে এই পুরস্কারের সূচনা করল এই জন্যে আমি নিজেকে একটু বিশেষ সম্মানিত মনে করছি।
সা – এই রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সাধারণত সবাই বলেন যে সব থেকে বড় পুরস্কার হল সাধারণ মানুষের অ্যাকসেপটেন্স তাদের ভালবাসা এটা তাঁরা অ াগেই পেয়েছেন। তাই এই পুরস্কার ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি তা বললেন না। আপনার অকপট স্পষ্ট স্বীকারোক্তি শুনে খুব ভালো লাগল।
বু – একজন মানুষ হিসেবে তাঁর পরিচয়ের প্রথম পাঠটাই তো হওয়া উচিৎ সততা। বিশেষ করে সেই সব মানুষ যাঁরা আমার মত সমাজের মধ্যযুগীয় ভগ্নস্তুপটাকে সরিয়ে নতুন ভাবনার নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চান। সততা বজায় রেখে সত্যভাষণের সাহস তাঁদের তো দেখাতেই হবে।
সা – আজকের এই সময়টাতে যখন অধিকাংশ লোকজনই নিজেকে মূল্যবান করে তোলবার জন্য নানা কৌশল করছেন হয়ত চাতুরির আশ্রয় নিচ্ছেন সেখানে অ াপনি অনেক স্পষ্ট তীক্ষ্ণ। এজন্যে সময় সময় আপনাকে কখনও অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় না!
বু – অবশ্যই হয়। আমি নিজের সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি যে এটা করলে এই ফল পাব। বা আগে থেকে কোনও লক্ষ্য স্থির করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য পরিকল্পনা মাফিক একটা ইকুয়েশন ধরে এগোনো এটা আমার ধাতে নেই। আমি আমার নিজস্ব বোধ অনুযায়ী চি অনুযায়ী কাজ করি। আমার সেই কাজ যদি তে ামরা পছন্দ কর করবে না হলে করবে না। কোনও কিছুর জন্যেই আমি আমার আদর্শ থেকে মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হতে পারি না। সে জন্যে কোনও কঠিন সমস্য ার মুখোমুখি হতে হলে হব।
সা – নিজের ওপর এতখানি অনুশাসন এতখানি আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষ কখনও আপনার মত এত বড় হতে পারে না। বুধাদিত্যদা এবার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। শহরের পশ এলাকায় এত বড় বাড়ি, দামী গাড়ি সফিসটিকেশনে মোড়া এমন বৈভবমাখা জীবন এর সঙ্গে আপনার কাজের কখনও বিরোধ হয় না?
বু – বিরোধ হবে কেন? আমি যা বলি যা করি তা আমার একদম ভেতরের বিশ্বাস থেকে আসে। তোমার প্রশ্নটার সোজা মানে এটাই তো যে বৈভবমাখা জীবন আম ার কাজের অন্তরায় হয় কী না? এই প্রশ্নটা তুমি এই জন্যেই করছো যে প্রচলিত ধারণায় দেখতে দেখতে একরকম একটা মডেল তৈরি হয়ে যায় যে, যে মানুষটি এই এই কথা বলবে এই এই কথা লিখবে তার ধরণ-ধারণ এরকমটাই হতে হবে। আমি এই মডেল এই ছকের মধ্যে থাকার বিরোধী। আমি যা করেছি বা আমার পূর্বপুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারে ভোগ করবার জন্য আমি যা পেয়েছি তা তো কোনও তঞ্চকতার বিনিময়ে অর্জিত নয়।
সা – না আমি এটা একেবারেই বলতে চাইনে। আমি বলতে চেয়েছি আপনি যে জীবনের কথা যে দৈনন্দিনের কথা বলছেন বা লিখছেন তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলে আপনি পুরো ব্যাপারটাকে কমিউনিকেট করবেন কী করে? মিসকমিউনিকেশনের একটা আশঙ্কা তো থেকে যেতেই পারে।
বু – এই ধারণাটা একদম ঠিক নয়। ইতিহাস আচরিধর্ম এসব জানবার জন্যে নিজস্ব পড়াশোনাটা জরি। বিরাট পৃথিবীর কতটুকু তুমি দেখতে পাবে। পড়াশোনাটা য ারা করে না তারাই এই প্রত্যক্ষ যোগ অভিজ্ঞতা। এই সব আজেবাজে আজগুবি কথা বলে একজন চিন্তাশীল মানুষের কৃতিত্বকে ছোট করবার চেষ্টা করে।
সা – যাদের কখনও দেখেননি যাদের জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই তাদের বিষয়ে শুধু পড়াশোনা করে আপনি যদি কোনও মন্তব্য করেন তাহলে সেটা কি সততার প্রশ্নে মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হবে?
বু – সঠিক বেঠিক ব্যাপারটাকে এভাবে এত সহজে সরলীকরণ করা যায় কী? দিনের পর দিন মাসের পর মাস একসঙ্গে এক ছাদের তলায় থেকেও পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদা। একে অপরের সম্পর্কে কিছুই জানে না এরকম ঘটনা কী নতুন কিছু।
সা – আমি কথাটা কোনও ব্যক্তিগত স্তরে বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছি সমষ্টির কথা। যেমন ধন আমাদের রাজ্যের কোনও প্রান্তিক মানুষের জনগোষ্ঠী স ম্পর্কিত কোনও কথা আপনি যখন আলোচনা করছেন তখন সেই মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যদি আপনি নিজে না দেখেন তাদের কাছে না জানেন তাহলে সেই কাজটা কি সঠিক হবে।
বু – তোমার এই কথাগুলো আজকের এই ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগে অচল। পরিণত মনে আধুনিকতা দিয়ে সবকিছু বিচার করতে হয়। বিশ্লেষণটাই জরি। কি করে সেটা করলে, তাদের কাছে গিয়ে করলে না না গিয়ে করলে সেটা নয়। বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতাটাই আসল। ওটা তো আর সকলের থাকেনা। আর এই না থাকার জন্যেই তো আমাদের দরকার।
সা – একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছে একটা ন্যূনতম ধাপ পেরোনোর পর অর্থাৎ স্বীকৃত বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পর সরকারি বেসরকারি প্রায় সব বিষয়েই আপনাদের নানা রকম মন্তব্য করতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ে এত খোঁজ খবর রেখে যখন দরকার তখনই সঠিক তথ্য হাজির করে একটা লাগসই মন্তব্য করা কী করে সব সময়ে সম্ভব হয়?
বু – এটা একটা প্রতিভা। প্রতিভা তো আর সকলের থাকে না। এই প্রতিভা যার থাকবে সেই পেশাদার বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তবে তে ামার ওই সঠিক তথ্য হাজির করার ব্যাপারটায় গোলমাল আছে। পেশাদার বুদ্ধিজীবী কখনই কোনও কমপ্লিট কথা বলে না। পেশার স্বার্থেই সে ইনকমপ্লিট কথা বলে। কারণ যদি সে বলে যে আজ রবিবার তাহলে তো ব্যাপারটা সাধারণ হয়ে গেল। সেটা তো নাকের সামনে ঝোলানো ক্যালেন্ডার দেখে সবাই বলতে পারে। এর জন্যে তো আর আমাদের কাছে আসবার দরকার নেই। যদি প্রশ্নটা হয় আজ কী বার? তাহলে একজন ইন্টেলেকচুয়ালের উত্তরটা হওয়া উচিৎ এরকম—অ াপনার কী মনে হয় না আজ রবিবার যেহেতু গতকালটা শনিবার ছিল। আমাদের প্রফেশনে সহজ করে সোজা কথা বলা চলে না। শুধু কথা কেন সব ব্যাপারেই সব কিছুতেই একটা ধোঁয়াসা একটু ঘোলাটে ভাব রাখতেই হয়।
সা – এরকমটার দরকার হয় কেন?
বু – এটাকে আমাদের প্রফেশনাল এথিক্স বলতে পার।
সা . আবার ফিরে আসি গণপতি পুরস্কারের কথায়। আপনার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার সময় গণপতি গ্রুপ অফ ইন্ডাসট্রিসের কর্ণধার মিস্টার খেমকা বলেছিলেন যে সামগ্রিক কাজের জন্যে আপনাকে এই পুরস্কার দেওয়া হল। আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে যে এই সামগ্রিক কাজটা কী?

বু – আসলে আমরা মানে বুদ্ধিজীবীরা তো ঠিক একটা কাজের মধ্যে নিজেদের আটকে রাখি না। সাহিত্য, নাটক, নাচ, গান, ছবি, রাজনীতি সব বিষয়েই আমাদের কমবেশি সংযোগ রেখে চলতে হয়। এই যে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যাতে শিক্ষা পায়, যাতে এদের সচেতনতা বাড়ে সে জন্যেই তো আমাদের কাজ করে যাওয়া।
সা – আপনার এই কাজ করে যাওয়াটা ঠিক কী রকম সে সম্পর্কে যদি একটু বলেন।
বু – আসলে খুব ছোটবেলা থেকেই আমার বিভাবে এটা ধরা পড়েছে যে একটা বিতংসর ফাঁস।
সা – কাট্।
বু – কী হল?
সা – একটু সহজ করে বলুন। আমাদের ভিউয়াররা বিভাব বিতংস এই সব শব্দের মানে কিছুই বুঝতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কি আমিও ঠিক মানেগুলো জানি না।
বু – মুস্কিলে ফেললে। প্রত্যেক দিনই নানা সেমিনার সভা সমিতিতে বলতে বলতে এই রকম কথা বলাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সব সহজ কথা যদি সবাই বুঝেই ফেলল তাহলে আর আমার কথার মূল্য কী? তাছাড়া আমরা পেশাদার কথক সব সময়ে সবটা যে জেনে বুঝে বলি এমনটাও তো নয়।
সা – আসলে আমাদের ভিউয়াররা খুব সাধারণ। ওঁরা তো আপনাকে তেমন চেনেন না। খালি নামটা জানেন। তাই আমরা চাই ওঁরা এই প্রোগ্রামটা দেখে আপনার কাজ সম্পর্কে জানুন। আপনার সম্পর্কে আগ্রহী হোন।
বু – কেউ আমার কথা জানলে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। কিন্তু ওটা আমার কাছে তেমন জরি নয়। আমি অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড আমার লেখা আমার স্ট্যাটিসটিকস্ গুলো কতখানি এন জি ওদের বা সরকারি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করল। সাধারণ মানুষ খায় দায় কষ্টেশিষ্টে বেঁচে বর্তে থাকে, বংশ বৃদ্ধি করে ওই পর্যন্ত। ওদের জানা না জানায় তো কিছুই আসে যায় না।
সা – বুঝকে পারছি। তবুও যদি একটু সহজ করে বলা যায়।
ল্যাপেলটা খুলে গেছে।
বু – খোলেনি। আমি কাট্ শুনেই খুলে রেখেছি। অফ দা ট্রাক কথার কোনও রেকর্ড আমি কখনও রাখতে দিইনা। এব্যাপারে আমি খুব সাবধানী।
সা – আবার শু করি।
বু – হ্যাঁ। প্রশ্নটা যেন কী ছিল?
সা – প্রশ্নটা ছিল আপনার এই কাজ করে যাওয়া সম্পর্কে যদি একটু বলেন।
অরিত্র রোল।
বু – কাজ সম্পর্কে বললে প্রথমেই যেটা বলব যে সমকালিন শিল্প, মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের সম্পর্ক, বিশেষ করে রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে লেখালেখি। তারপর আসবে মানুষ হিসেবে এই সমাজের কাছে আমার যে দায়বদ্ধতা সে সম্পর্কে কাজকর্ম।
সা – আপনার এই দায়বদ্ধ মানুষ হিসেবে কাজকর্মের ধারাটি যদি একটু বিস্তৃত করে বলেন।
বু – বন্যা থেকে বন সৃজন। হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবিতে অহিংসার বাণী সাম্যের বাণী প্রতিষ্ঠার কাজে আমি নিজেকে নিরন্তর নিয়োজিত রেখেছি।
সা – এই নিয়োজিত রাখাটা কী রকম?
বু – একটা জিনিষ নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো যে যুদ্ধের বিদ্ধে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে প্রচারের জন্য মিছিল করা হস্ত শৃঙ্খল তৈরি করা আধুনিক ইন্টেলেকচুয়েলদের একটা জরি কাজ। এই কাজে আমি নিজেকে সব সময় প্রথম সারিতে সামিল করি কারণ এটাই আমার সব থেকে বড় জনসংযোগের জায়গা। তাই সংস্কৃতি উন্নয়ন থেকে গোহত্যা নিবারণ সরকারি বেসরকারি সব কমিটিতেই আমি হই সভাপতি বা সহ সভাপতি নয়তো উপদেষ্টা।
সা – আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এই মিছিল হস্ত শৃঙ্খল সত্যিই সচেতনতা তৈরি করতে পারে!
বু – কিছুটা তো পারেই। আর যদি নাও পারে তা হলেও আমরা তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের তো সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজটা চালিয়ে যেতেই হবে।
সা – কিন্তু এই যে আপনি বলছিলেন যে সাধারণ লোকজন খায় দায় বংশ বৃদ্ধি করে ওদের নিয়ে আপনার তেমন ভাবনা নেই।
অথচ ওদের সচেতন করার জন্যই....
বু – কাট্ কাট্। অফ সাউন্ড অফ ক্যামেরা। আমি কখন এসব কথা বলেছি।
সা – না ওই আমি যখন সহজ করে কথা বলবার জন্যে বলছিলাম।
বু – ওটা তো ইন্টারভিউর বাইরে। বাইরের কথা ভেতরে নিয়ে আসছো কেন? এই জন্যে আমি কোয়েশ্চেনইয়ারটা চেয়েছিলাম।
সা – আপনার লেখালেখি বা কাজকর্মের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় তাতে মনে হয়েছিল যে কোনও মাল্টিন্যাশনাল গ্রুপের দেওয়া পুরস্কার আপনি নেবেন না। কিন্তু আপনি পুরস্কারটা নিলেন। কদিন আগে তৃতীয় দুনিয়ার কথা আলোচনা সভায় আপনি এদের বিদ্ধেই বলছিলেন। এ নিয়ে অন ক্যামেরায় একটা প্রশ্ন কি করতে পারি?
বু – না পার না। তবে জিজ্ঞেস করলে তাই অফ দা রেকর্ড উত্তরটা তোমাকে দিচ্ছি। চিরটা কাল ধনবানে বইপত্র কিনেছে আর জ্ঞানবান সেই সব পড়েছে। রাজা মহারাজারা সেই আবহমান কাল থেকেই লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের স্পনসরার। কালীদাসের স্পনসরার বিক্রমাদিত্য। তানসেনের আকবর। এ রকম কয়েক হাজার উদাহরণ রয়েছে। যুগের বদলে একালে এসে ওই স্পনসরশিপের ফর্মটা খালি বদলে গেছে। প্রথমে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হয়ে ভিমলের চাকে খোঁচা মারতে পারলে তবেই প্রতিষ্ঠান তোমার কাছে এসে হাত উপুড় করবে আর তুমিও কিছু করে কম্মে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সুযোগ পাবে। এটা কী কোনও নতুন কথা।
সা – না নতুন নয়। তবুও কেমন যেন গোলমেলে লাগছে।
বু – লাগুক। আমার কিন্তু আর সময় নেই। কালচারাল মিনিস্টার আমায় সংবর্ধনা দেবেন। ওই সভাটায় যেতে হবে।
সা – আমাদের ইন্টারভিউ তো কিছুই হল না।
বু – ইন্টারভিউতে কোনও কিছু কখনও হয় নাকি। কিছুক্ষণ আবোল তাবল বকা।
(সাহানার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে)
সা – সরি। মিস্টার বোসের ফোন। একটু রিসিভ করেনি।
বলুন স্যার।

একটু বাকি ছিল।
না উনি আর সময় দিতে পারছেন না। ওঁকে কালচারাল মিনিস্টার সংবর্ধনা দেবেন ওই মিটিঙে চলে যাচ্ছেন। আমরা পুরো ইউনিট নিয়ে ওখানে চলে যাব।
শুধু ওঁর সংবর্ধনার অংশটাই স্যুট করবো তো।
কোনটা
স্টেজের পেছনে গণপতি এন্টারপ্রাইজ লেখাটা প্রমিনেন্ট করতে হবে।
ঠিক আছে অরিত্রকে বলে দিচ্ছি।
আমাদের পুরো ইউনিটকে আপনার সংবর্ধনা সভায় যেতে হবে। যতটুকু ইন্টারভিউ হয়েছে তার সঙ্গে ওই সভার ক্লিপিংস জুড়ে প্রোগ্রামটা হবে।
বু -- ভালই হয়েছে। মিনিস্টার, গণপতি গ্রুপের পাবলিসিটি ম্যানেজার জিজা চাউধ্রি, সবাই থাকবেন তোমাদের ডকুমেন্টেশনটাও অনেক বেশি মেটিরিয়াল নিয়ে হবে।
সা -- ওখানে জিজা চাউধ্রিরাও থাকবেন নাকি?
কু -- থাকবেনই তো। অনুষ্ঠানের টাকাটা ওদের প্রোডাক্ট আর ওঁরা থাকবেন না? তোমরা তাহলে গোছগাছ করে নাও। প্রথম সবাই আমার বাড়িতে এলে একটু কফি খাও তারপর একসঙ্গে রওনা হওয়া যাবে। আমিও একটু তৈরি হয়ে নি।
সা -- আরেক দিন সামান্য একটু সময় দিন না। খুব ছোট দু তিনটে প্রশ্ন ছিল। যা মেটিরিয়াল পেয়েছি তাতে আধঘন্টার অনুষ্ঠানে সময়ও কিছুটা থেকে যাবে।
বু -- সংবর্ধনা সভায় আরও কিছু মেটিরিয়াল পাবে তো। বাকিটা কমার্শিয়াল ব্রেক দিয়ে ম্যানেজ করে নিও। প্যাকোপের আগে আওয়ার্ডের গণেশ মূর্তির সঙ্গে গণপতি গ্রুপ লেখাটার ক্লোজ শট্ নিতে ভুলে যেওনা যেন।
সা -- গণপতি গ্রুপ লেখাটার ক্লোজ শট্ নিতে হবে আপনি জানলেন কী করে?
বু -- বাঃ পুরস্কার পেলাম আমি। যারা পুরস্কারটা দিল তাদের টাকায় তোমাদের টি ভি চ্যানেল আমার ওপর প্রোগ্রাম করছে আর আমি জানব না।
সা -- ভারি অদ্ভুত তো কিছুই বুঝলাম না।
বু -- অত বোঝবার দরকারই বা কী? যেমন গাইড লাইন পাবে কাজ করে ক্যাসেট জমা দিয়ে দেবে। ফুরিয়ে গেল। এর বাইরে বেশি ভাববে কেন। কফি আসছে খেতে খেতে প্যাকাপ করে নাও। আমি আসছি এক সঙ্গে বেরোব।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com